সমাজবিজ্ঞান ঃ উৎপত্তি ও বিকাশ

পাঠ ২

মূলধারণা

- সমাজবিজ্ঞানের সূচনা
- সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর মতবাদ
- বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি বিকাশ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
২. বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর মতবাদ সম্পর্কে অবগত হবেন।
৩. সমাজবিজ্ঞান কি একটি সম্ভাব্য বিজ্ঞান, না একটি নিশ্চিত বিজ্ঞান সে সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করবেন।

২.১ ঃ সমাজবিজ্ঞানের সূচনা

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে বিকাশ লাভ করেনি। অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মত জ্ঞানের একটি পৃথক শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের পরিচয় আমাদের সমাজে অতি অল্প দিনের। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবিহীন মানুষ হয় না। মানুষের আচার-আচরণ, শিক্ষা-দীক্ষা সবকিছুই সমাজের অন্তর্ভুক্ত। সমাজ ও মানুষ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আর সমাজবিজ্ঞান মূলত নিরবচ্ছিন্নভাবে সমাজকে জানতে চায়। যার ফলে সমাজবিজ্ঞানের মাধ্যমে সমাজ সম্পর্কে সার্বিক ধারণা লাভ করা যায়।

মানুষের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা থেকে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। প্রাথমিক পর্যায়ে সামাজিক বিজ্ঞানকে দর্শন শাস্ত্রের আওতাভুক্ত বলে মনে করা হতো।

ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ট কোঁত (Auguste comte) ১৮৩৯ সালে সর্ব প্রথম Sociology বা সমাজবিজ্ঞান শব্দটি উদ্ভাবন করেন। Auguste Comte এই বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিক মর্যাদা দেবার জন্য প্রথমে এর নামকরণ করেন Social physics বা সামাজিক পদার্থবিদ্যা। অবশ্য তিনি পরে এই বিষয়টিকে Sociology বা সমাজবিজ্ঞান বলেই অভিহিত করেন। এভাবেই সমাজবিজ্ঞানের সূচনা হয়েছিল। বস্তুত সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে এমন একটি বিশেষ বিজ্ঞান যা নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া, সমাজবিজ্ঞান মানব সংগঠন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষণ করে থাকে। একটি গতিশীল সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তার পঠন-পাঠন এবং গবেষণা অব্যাহত রাখতে আগ্রহী। তাই ম্যাকাইভার পেজ Maciver ও Page তাঁদের Society নাম গ্রন্থে বলেন- "সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে এমন একটি সামাজিক বিদ্যা, যা মানুষ এবং মানুষের সামাজিক সম্পর্ক নিরূপণ করে।"

২.২ ঃ সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ঃ বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর মতবাদ

জ্ঞানের একটি পৃথক শাখা হিসেবে আমাদের সমাজে সমাজবিজ্ঞানের পরিচয় খুব বেশী দিনের নয়। সামাজিক বিজ্ঞান সমূহের মধ্যে সমাজবিজ্ঞান সর্বকনিষ্ঠ। কেননা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে-এর আবির্ভাব ঘটে।।

> প্রাচীন ভারতে কৌটিল্য-রচিত অর্থশাস্ত্র নামক গ্রন্থে সমাজের বিভিন্ন দিকের নির্ভরযোগ্য পর্যালোচনা বিদ্যমান।

মূলত, মানুষের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। প্রাথমিক অবস্থায় মানব জীবন সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। প্রকৃতির অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশেই মানব চিন্তা বিকশিত হতে থাকে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ভাবনা আদিকাল থেকে চলে আসছে। আদিতে সকল রকম চিন্তা চেতনা দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু মানবচিন্তার ক্রমবিকাশের ধারায় দর্শনশাস্ত্রের সীমানা পেরিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব দিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকে। এভাবে মানুষের বিচিত্র জ্ঞানের শাখা হিসেবে জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, মনোবিদ্যা, ভূগোল ও ইতিহাস প্রভৃতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। তাই জ্ঞান চর্চার ইতিহাস ও তার উৎস খুঁজতে গিয়ে বার বার আমাদের ফিরে তাকাতে হয় সুদূর অতীতের দিকে।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমান পন্ডিতদের লেখায় সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত আলোচনা সমৃদ্ধি লাভ করে। গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে প্লেটো এবং এরিষ্টটল এর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মূলত, প্লেটো, এরিষ্টটল ও পিথাগোরাস প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানকে দর্শনশাস্ত্রের আওতাভুক্ত বলে মনে করতেন। দর্শনশাস্ত্রের অঙ্গ হিসেবেই তাঁরা সামাজিক বিজ্ঞানকে পর্যালোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে আমরা সর্বপ্রথম প্লেটোর নাম উল্লেখ করতে পারি। আমরা এখন ধারাবাহিকভাবে সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানীর মতবাদ আলোচনা করব।

প্লেটো

প্লেটো তাঁর Republic নামক গ্রন্থে সমাজ সম্পর্কে যে সব তত্ত্বের অবতারণা করেছেন সেসব মূলত যুক্তি নির্ভর হলেও অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবতা বর্জিত। কেননা, তিনি তাঁর গ্রন্থে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন, যেখানে শান্তি এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে। মূলত প্লেটোর Republic নামক গ্রন্থে সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও প্রশ্নের পর্যালোচনা দেখা যায়। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রকে প্রাচীন কালের সাম্যবাদ বলেও অভিহিত করা হয়।

> প্লেটোর Republic নামক বিখ্যাত গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়। সমাজ সম্পর্কে প্লেটোর চিন্তা ছিল সমাজ মনস্তাত্ত্বিক।

এরিস্টটল

প্লেটোর প্রিয় ছাত্র এরিস্টটল সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। রাষ্ট্রের গড়ন, শ্রেণী-নির্ভর সমাজের দাস-মনিব সম্পর্ক এবং সামাজিক বিপ্লবের কারণ অনুসন্ধানে তাঁর মতবাদ অনেকটা সমাজতাত্ত্বিক ও সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্লেটোর চেয়ে এরিস্টটল বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিলেও তিনি মূলত যুক্তিতর্কের মাধ্যমেই একটি আদর্শ সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, তাঁরা কেউই প্রাচীন গ্রীসের সমাজে দাসপ্রথার বিলোপের কথা বলেননি। বরং তাঁদের মতে উক্ত সমাজের অস্তিত্বের জন্য দাসপ্রথা ছিল অপরিহার্য।

> প্লেটোর চেয়ে এরিস্টটল ছিলেন বাস্তববাদী। এরিষ্টটল যুক্তিতর্কের মাধ্যমে একটি আদর্শ সামাজিক ব্যবস্থা রূপায়ণের চেষ্টা করেছিলেন।

কৌটিল্য

প্রাচীন ভারতের কৌটিল্য রচিত অর্থশাস্ত্র নামক গ্রন্থে তৎকালীন সমাজ সম্পর্কে যে পর্যালোচনা দেখতে পাওয়া যায় তা খুবই নির্ভরযোগ্য। কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্রে সে সময়ে ভারতের রাজনীতি,

অর্থনীতি, সমাজনীতি ও আইন-কানুন কি ছিল সে সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ফলিত ধ্যান-ধারণা রয়েছে। উল্লেখ, কৌটিল্যের আরও দুটি নাম রয়েছে, যথা- চাণক্য ও বিষ্ণুগুপ্ত। তবে খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে রচিত অর্থশাস্ত্রের লেখক হিসাবে কৌটিল্য নামটিই বিজ্ঞ সমাজে অধিকতর পরিচিত। কৌটিল্য ছিলেন প্রাচীন ভারতের প্রথম সম্রাট মৌর্যবংশীয় চন্দ্র গুপ্তের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর অর্থশাস্ত্র নামক গ্রন্থটি চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য শাসনের প্রেক্ষাপটে প্রণীত। ঐ গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের সমাজ কাঠামো। (যে 'সমাজ কাঠামো' সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয়) অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে নিধৃত হয়েছে।

> সেন্ট-সাইমন সমাজের মানুষের মাঝে সামাজিক অসাম্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে বলেন "উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে যদি আর্থিক কল্যাণ বাড়ানো যায়, তবে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে সামাজিক কল্যাণ বাড়ানো যাবে"।

ইবনে খালদুন

তিউনিসিয়ার অধিবাসী মধ্যযুগের বিখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) সমাজচিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখেছেন। তিনি ঐতিহাসিক দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুকাদ্দিমায়' সমাজের গতি-প্রকৃতি এবং সমাজ জীবনে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের [illegible]ছেন। ইবনে খালদুন সমাজ জীবনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র, সামাজিক সংহতি সম্পর্কে তিনি বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য Social Solidarity বা সামাজিক সংহতির গুরুত্ব রয়েছে। মধ্যযুগে জন্মগ্রহণকারী এই মনীষী তাঁর চিন্তা চেতনা এবং জ্ঞান সাধনার মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে গেছেন।

> ইবনে খালদুন ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের গতি প্রকৃতির ব্যাখ্যা দেন। ইবনে খালদুন মনে করেন

রয়েছে।

ম্যাকিয়াভেলী

ইটালীর সমাজ দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলী তাঁর 'The Prince' নামক গ্রন্থে একজন শাসকের গুণাবলী এবং রাষ্ট্রের পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী শাসকের যে কার্যাবলীর সুপারিশ করেন তা খুবই বাস্তবধর্মী। তিনি মানব চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বস্তনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেছেন। বস্তুত, সমাজ এবং মানব চরিত্র সম্পর্কে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ম্যাকিয়াভেলীকে আধুনিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক চিন্তাবিদ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সম্ভবত তিনিই পাশ্চাত্যের চিন্তাজগতে রাষ্ট্রকে চার্চের প্রভাবমুক্ত রাখার পক্ষে প্রথম প্রস্তাব করেন। উল্লেখ্য, তাঁর এ প্রস্তাবটিই আধুনিক লোকায়ত রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ম্যাকিয়াভেলী তাঁর 'The Prince' নামক গ্রন্থে একজন শাসকের গুণাবলী এবং রাষ্ট্রের পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী শাসকের যে কার্যাবলী সুপারিশ করেন তা খুবই বাস্তবধর্মী।

ভিকো

ইটালীয় মনীষী ভিকো সমাজবিজ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ভিকো তাঁর The New Science নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, সমাজ একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বির্বতিত হয়। ভিকো সমাজ বিবর্তনের ধারায় তিনটি যুগ লক্ষ করেন। এগুলো হচ্ছে :

১। দেবতাদের যুগ (Age of Gods);
২। বীর যোদ্ধাদের যুগ (Age of Heros); এবং
৩। মানুষের যুগ (Age of men)।

ইটালীয় পন্ডিত ভিকো তাঁর The New Science নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, সমাজ একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বিবর্তিত হয়।

সেন্ট-সাইমন

ফঁরাসী সমাজবিজ্ঞানী সেন্ট সাইমন মানুষের মাঝে সামাজিক অসাম্যের প্রতিকার খুঁজতে গিয়ে বলেন "উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে যদি Economic বা আর্থিক কল্যাণ বাড়ানো যায়, তবে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে Social good বা সামাজিক কল্যাণ বাড়ানো যাবে না

কেন? সেন্ট সাইমন মনে করেন যে, বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে যদি Technological progress বা প্রাযুক্তিক প্রগতি হতে পারে তাহলে সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে নিশ্চয়ই Social progress বা সামাজিক প্রগতি অর্জন করা যাবে।
এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই সেন্ট সাইমন মানুষের দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য এক নতুন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন এবং সমাজবিকাশ ও সমাজ পরিবর্তনের সূত্রের একটি রূপরেখা প্রদান করেন। সেই সূত্র অনুসরণ করে তাঁরই ছাত্র ও অনুগামী অগাষ্ট কোঁৎ সমাজ - সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন এবং ১৮৩৯ সালে। উল্লেখ্য, সেন্ট-সাইমন সমাজ চিন্তা বিশ্লেষণ করলে তাঁকে 'সমাজবিজ্ঞান' ও 'সমাজতন্ত্রের অন্যতম আদি প্রবক্তা বলে গণ্য করা যায়।

অগাষ্ট কোঁৎ

বিশেষভাবে সমাজবিজ্ঞানের নামকরণের জন্য ফরাসী সমাজচিন্তাবিদ অগাষ্ট কোঁৎকে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলে অভিহিত করা হয়। সমাজকে জানার জন্য একটি অনন্য সাধারণ বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা তিনিই আন্তরিকভাবে অনুভব করেছিলেন। সমাজ সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে প্রথমে কোঁৎ 'Social physics' বা সামাজিক পদার্থ বিদ্যা নামে আখ্যা দেন। পরবর্তীতে অবশ্য তিনি এই বিষয়টিকে Sociology বা সমাজবিজ্ঞান বলে অভিহিত করেন। অগাষ্ট কোঁৎ মনে করেন যে, সমাজবিজ্ঞান হবে এমন একটি বিজ্ঞান যেখানে এককভাবে সামাজিক সমস্যা, ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যাবে। ১৮৩০ থেকে ১৮৪২ সালের মধ্যে ছয় খন্ডে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Positive philosophy প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি মানব চিন্তা ও সমাজ বিকাশের তিনটি পর্যায়ের (Three Stages) নাম উল্লেখ করেন যেসবের মাধ্যমে মানব জ্ঞান তথা সমাজের বিবর্তন ঘটে। বস্তুত, তিনি মানব জ্ঞানের তিনটি স্তর এবং প্রতিটি স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক ধরনের সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা দেন। অগাষ্ট কোঁৎ এর মতে মানব জ্ঞান বিকাশের তিনটি স্তর হল ঃ

অগাষ্ট কোঁৎকে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। অগাষ্ট কোঁৎ এর মতে সমাজবিজ্ঞান হবে এমন একটি বিজ্ঞান, যেখানে এককভাবে মানুষের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। ১৮৩০ থেকে ১৮৪২ সালের মধ্যে কোঁৎ এর প্রধান গ্রন্থ Positive philosophy ফরাসী ভাষায় ৬ খন্ডে প্রকাশিত হয়।

১। ধর্মতাত্ত্বিক স্তর (Theological Stage);
২। অধিবিদ্যার স্তর (Metaphysical Stage)
৩। দৃষ্টবাদী স্তর (Positive Stage)

অগাস্ট কোঁৎ এর সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান ধারণা হচ্ছে উপরে বর্ণিত তাঁর প্রদত্ত সমাজবিকাশের তিনটি পর্যায়ের সূত্র (Law of three Stages)। তাঁর মতে মানবচিন্তা ঐতিহাসিকভাবে ধর্মতাত্ত্বিক স্তর তেকে অধিবিদ্যার স্তর অতিক্রম করে দৃষ্টবাদী স্তরে উপনীত হয়েছে। কোঁৎ মানবচিন্তার বিকাশের উক্ত তিনটি স্তরকে যথাক্রমে আদিম (Primitive) ও প্রাচীন (Ancient) সমাজ, মধ্যযুগীয় সমাজ তথা সামন্তবাদ (Feudalism) এবং উনিশ শতকের আধুনিক পুজিবাদী সমাজ তিনটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতানুসারে মানবজ্ঞানের ধর্মতাত্ত্বিক স্তরে মানুষ সর্বপ্রাণবাদ (Animism) থেকে ক্রমান্বয়ে একেশ্বরবাদে (Monotheism) বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। উক্ত চিন্তার বশবর্তী হয়েই তিনি মানবতার ধর্মের (Religion of Humanity) ধারণাটির ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যা সবজনগ্রাহ্য হয়নি। আসলে কোঁৎ-এর মানবজ্ঞানের বিবর্তনভিত্তিক সমাজবিকাশের তিনটি পর্যায় পার হয়ে আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তার স্তরে মানুষের পদযাত্রা এক অপরিহার্য পরিণতি। অর্থাৎ কোঁৎ এর সমাজবিজ্ঞানের ধারণার মূলে রয়েছে প্রথমে ধর্ম, দ্বিতীয় পর্যায়ে দর্শন (তথা অধিবিদ্যা) এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বিজ্ঞানের অবদান। আর এভাবেই তিনি সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করেছেন।

সুতরাং পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, উপরিউক্ত চিন্তাবিদদের রচনা এবং চিন্তাধারা সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আজও অনেকে মনে করেন যে, সমাজবিজ্ঞান তার শৈশবকাল অতিক্রম করতে পারেনি। কিন্তু একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত স্পষ্ট নির্ভরযোগ্যকোন তত্ত্ব হয়ত সমাজবিজ্ঞান দিতে পারেনি, কিন্তু তাই বলে সমাজবিজ্ঞান সম্পূর্ণ মূল্যহীন নয়। সমাজবিজ্ঞান সমাজ সম্বন্ধে যদি কোন বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান দান করতে না পারত তাহলে এত অল্প দিনে এই বিষয়ের এত প্রসার ঘটত না। বস্তুত, সম্পূর্ণ শূন্য হতে সমাজবিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়নি। কতক রাজনৈতিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, জৈবিক ও সংস্কারমূলক ধ্যান-ধারণার অবদানই সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তির কারণ। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী জিনস্‌বার্গ তাঁর Reason and Unreason in Society নামক গ্রন্থে সমাজতত্ত্বের অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন, 'সুস্পষ্টভাবে সমাজবিজ্ঞানের রয়েছে চারটি উৎপত্তিসূত্র, যথা রাজনৈতিক দর্শন, ইতিহাসের দর্শন, বিবর্তনের জৈবিকতত্ত্ব এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, সমাজবিজ্ঞানের অগ্রগতি ক্রমান্বয়ে ঘটে চলেছে। তাই আমরা বলতে পারি যে, ভবিষ্যতে যে কোন দেশ বা জাতির উন্নতির পথ প্রশস্ত ও সুগম করতে হলে সমাজবিজ্ঞানের অবদানকে কখনই অস্বীকার করা যাবে না।

> বিশিষ্ট বৃটিশ সমাজবিজ্ঞানী জিনস্‌বার্গ তাঁর Reason and Unreason in Society নামক গ্রন্থে

> সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস মনে করেন অন্যান্য বিজ্ঞানের ইতিহাসের আলোকে সুষ্ঠু যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব যে, সমাজবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান একেবারে নিশ্চিত বিজ্ঞান না হলেও এই বিষয়টি অন্তত: একটি সম্ভাব্য বিজ্ঞান।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তির কথা বলতে গেলে আমাদেরকে সমাজবিজ্ঞান 'বিজ্ঞান' হিসেবে কতটুকু গ্রহণযোগ্য সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে একথাটিও বলা মোটেই অসঙ্গত হবে না যে, জিনস্‌বার্গ কর্তৃক চিহ্নিত সমাজবিজ্ঞানের উক্ত চারটি উৎপত্তি সূত্রের মধ্যে শেষোক্তটি(সংস্কার আন্দোলন) সামাজিক জরীপকে (Soial Servey) সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম পদ্ধতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

২.৩ ঃ বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা

সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞান কিনা সেটা বিশ্লেষণ করার আগে জানতে হবে 'বিজ্ঞান' কি?

বিজ্ঞান অর্থ বিশেষ জ্ঞান। যে জ্ঞান কোন বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে অর্জন করতে হয়, যা সুসংবদ্ধ অনুশীলনের বিষয় বস্তু, তাকেই বিজ্ঞান বলা যেতে পারে।

সমাজবিজ্ঞান সমাজ গবেষণায় বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। সমাজ গবেষণায় সমাজবিজ্ঞান যেসব বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলো হচ্ছে ঃ

১। সমস্যা নির্বাচন (Selection of Problem);

২। পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ (Observation and data collection);

৩। তথ্যের শ্রেণীবিন্যাস (Classification of data);

৪। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প প্রণয়ন (Formulation hypothesis on the basis of collected data);

৫। ভবিষদ্বাণী (Prediction)।

> 'বিজ্ঞান' অর্থ বিশেষ জ্ঞান। যে জ্ঞান কোন বিশেষ ঘটনাবলী সম্পর্কে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে অর্জন করতে হয়, যা সুসংবদ্ধ অনুশীলনের বিষয়বস্তু, তাকেই বিজ্ঞান বলা যেতে পারে।

বস্তুত: সমাজবিজ্ঞান অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মত বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ অনুসরণ করে থাকে। যদিও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের মতো সমাজকে অধ্যয়ন করার জন্য সমাজবিজ্ঞানীদের কোন গবেষণাগার নেই তবু সমাজবিজ্ঞান কখনো সমাজকে বিশৃংখলভাবে জানতে পারেনা। সমাজবিজ্ঞানীগণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই মূলত সমাজকে বিশ্লেষণ করে থাকেন। তাই সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান না বলার পেছনে কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। সমাজবিজ্ঞান প্রথমত গবেষণার বিষয় নির্বাচন করে, নির্বাচিত বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করে, তথ্যগুলোর যুক্তিসংগত শ্রেণীবিভাগ করে যে অনুমিত সিদ্ধান্ত বা প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়, তা যাচাই করে দেখার পরেই সমাজবিজ্ঞানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, সমাজবিজ্ঞান

পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ করে এমন সুসংহত জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টা চালায় যা মূলত বিজ্ঞানভিত্তিক। কাজেই এদিক থেকে চিন্তা করে সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা যায়। আমাদের মনে রাখা উচিত যে ঃ

প্রথমতঃ সমাজবিজ্ঞান সমাজ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান দান করে।

দ্বিতীয়তঃ সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত বাস্তবধর্মী।

তৃতীয়তঃ অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মত সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

এসব কারণেই সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস মনে করেন অন্যান্য বিজ্ঞানের ইতিহাসের আলোকে সুষ্ঠু যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব যে, সমাজবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, সমাজবিজ্ঞানীদের অনুশীলন পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান সম্মত। এদিক থেকে চিন্তা করে বলা চলে সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞানের সমমর্যাদা সম্পন্ন। তাই একথা বললে অন্যায় হবে না যে সমাজবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান এবং এই বিজ্ঞান অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান থেকে আপন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। তবে পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত সমাজবিজ্ঞান একেবারে নিশ্চিত বিজ্ঞান না হলেও এই বিষয়টি অন্তত: একটি সম্ভাব্য বিজ্ঞান। [illegible] রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার মত সমাজবিজ্ঞানও সমাজের জন্য গঠনমূলক কাজ করছে। সমাজবিজ্ঞানীদের সংগৃহীত জ্ঞান প্রতিনিয়ত সমাজের কাজে লাগছে। এসব বিবেচনা করেই পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের পর্যায়ে স্থান লাভের দুই একটি শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলেও সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান না বলে পারা যায় না।

ফরাসি বিপ্লব এবং শিল্প বিপ্লব 18 শতকের শেষের দিকে শুরু হয়েছিল। এই নিবন্ধে, আপনি সাধারণভাবে সমাজবিজ্ঞানের উত্থান এবং সেই সময়কালে ভারতে এর প্রভাব সম্পর্কে শিখবেন। আপনি সমাজবিজ্ঞানের উত্থানের বিষয়ে সামাজিক শক্তিগুলির অবদান সম্পর্কে শিখবেন। সমাজবিজ্ঞানের উত্থান তিনটি প্রধান বিপ্লব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ, বংশগতি, সংস্কৃতির কারণ এবং গোষ্ঠীর মতো সামাজিক ক্রিয়াগুলি বোঝার জন্য। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান দার্শনিক কার্ল পোলানি লিখেছেন 'দ্য গ্রেট ট্রান্সফরমেশন'। তিনি বইটির শিরোনাম 'দ্য গ্রেট ট্রান্সফরমেশন' নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা একই তিনটি বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বই অনুসারে, 'মহান রূপান্তরের' বেশ কয়েকটি ফলাফল ছিল, যার মধ্যে একটি ফলাফল সমাজবিজ্ঞানের বিজ্ঞানের উত্থান শুরু করে। 1789 সালের দিকে যখন ফরাসি বিপ্লব শুরু হয়, তখন ইতিহাস পরিবর্তন হতে শুরু করে। ফরাসি বিপ্লবের পর আলোকিতকরণ শুরু হয়, প্রকৃতি, সমাজ এবং মানবতা সম্পর্কে ধারণার একটি নতুন কাঠামো তৈরি করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা এবং এগিয়ে আনা হয়, শিল্প বিপ্লব অনুসরণ করে।

ফরাসি বিপ্লবের সময় পরিবর্তন ঘটেছে

দশ বছর ধরে চলা ফরাসি বিপ্লবের মতো সব বিপ্লবের মধ্যে ফরাসি বিপ্লব ছিল প্রথম আদর্শগত ও আধুনিক বিপ্লব। ফরাসি বিপ্লবের পরিবর্তনের কারণে সমাজ উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। এই বিপ্লব সামন্ত সমাজ ও জনগণের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য দূর করে। চার্চের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে মানুষের হাতে চলে গেল। প্রথমবারের মতো, মানুষকে নাগরিক মনে হয়েছিল।

উপরন্তু, করণিক শ্রেণিবিন্যাস বিদ্যমান ছিল যতক্ষণ না করণিক শ্রেণিবিন্যাস তাদের সম্পত্তি এবং অধিকার ছেড়ে দেয়নি। ইউরোপ এবং ফ্রান্সে, এই পরিবর্তনগুলি ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে। ঐতিহাসিক এবং সামাজিক জগতে, ফ্রান্সে ঘটে যাওয়া বিপ্লবের কারণে অ্যারিস্টটল এবং প্লেটো উদ্ভাসিত হন।

শিল্প বিপ্লবের সূচনা

শিল্প বিপ্লবের সূচনা ছিল সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভবের জন্য দায়ী দ্বিতীয় প্রধান কারণ। 18 শতকে (1870) ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়। এই বিপ্লব সমাজে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছিল; এই বিপ্লবের পরে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা হয়েছিল যা অর্থনীতির পুনরুত্থানের দিকে পরিচালিত করেছিল। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে, পণ্যের চাহিদা বেশি ছিল, এবং তাই পণ্যের উৎপাদন সর্বাধিক হওয়ার কারণে আরও সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল। শিল্পায়নের আগে, এই ধরনের কাজ একটি ঐতিহ্যগত আকারে করা হত, যেমন মানব সম্পদ বা আদিম হাতিয়ার ব্যবহার করা।

আলোকিত সময়ের

এনলাইটেনমেন্ট একটি আকর্ষণীয় সময় ছিল কারণ এতে অনেক দার্শনিক ছিল। এই কাঠামোর বিখ্যাত ব্যক্তিরা হলেন জ্যাক টুগোট (1729-1781), জিন কনডরসেট (1743-1794) এবং চার্লস মন্টেসকুইউ (1689-1755)। এই তিন ব্যক্তি বিশ্বের ধারণা এবং বিদ্যমান ঐতিহ্য চ্যালেঞ্জ. 18 শতকের শেষের দিকে এবং 19 শতকের গোড়ার দিকে সমাজবিজ্ঞানের উত্থানের জন্য আলোকিত সময়ের একটি প্রধান কারণ ছিল। সহজ কথায়, আলোকিতকরণের অর্থ সমালোচনামূলক ধারণা থাকা এবং সমাজের প্রাথমিক মূল্যবোধের পিছনের কারণগুলি জানা।
আলোকিতকরণ মানে মানুষ, সমাজ এবং প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণার বৈচিত্র্যের একটি নতুন কাঠামো নির্মাণ। পূর্বে বিদ্যমান ধারণাগুলি একটি ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গিতে গভীরভাবে প্রোথিত। এই ঘটনাটি খ্রিস্টধর্মের দ্বারা প্রাধান্য পেয়েছে" (হ্যামিলটন, 23)।

ভারতে সমাজবিজ্ঞানের উত্থান

এর আগে, ভারত পশ্চিমে নৃবিজ্ঞানের অধীনে অধ্যয়ন করা হয়েছিল। ভারতে যখন সমাজবিজ্ঞানের উত্থান ঘটে, তখন ভারতকে নৃবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান বা সামাজিক নৃতত্ত্বের মিশ্রণে অধ্যয়ন করা হয়েছিল। ভারতে সমাজবিজ্ঞানের উত্থান বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে, যেমন মধ্যবিত্তের শিক্ষিত অংশে পরিবর্তন।

ভারতে সমাজবিজ্ঞানের উত্থানের উত্স 1920-এর দশকে শুরু হয়েছিল। যদিও 1914 সালের প্রথম দিকে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান পড়ানো হয়েছিল, ভারতে সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃত উত্থান লক্ষ্ণৌ এবং মুম্বাইতে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ স্থাপনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে সমাজবিজ্ঞান গবেষণা এবং তার অধ্যয়নের আগমন ছিল জাতীয়তাবাদী চেতনা।

উপসংহার

শিল্প বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব এবং আলোকিতকরণ ছিল প্রধান তিনটি কারণ যা সমাজবিজ্ঞানের উত্থানে প্রভাবিত বা অবদান রেখেছিল। 18 শতকের শেষের দিকে এবং 19 শতকের প্রথম দিকে সমাজবিজ্ঞানের উত্থান শুরু হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক সময়ে সাধারণ মানুষের জীবন অনেক উন্নত এবং সহজ ছিল। এই সময়ের মধ্যে ঘটে যাওয়া সমস্ত পরিবর্তনের কারণে, লোকেরা আরও খোলা মনের হয়ে ওঠে এবং বেশ কয়েকটি বিকল্পের সাথে একটি ভাল জীবনযাপন শুরু করে। এই সমস্ত পরিবর্তনগুলি সেই সময়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট ছিল, যা একটি অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত উত্থানের দিকে পরিচালিত করেছিল এবং মানুষকে সমাজে বাস করতে শিখতে সাহায্য করেছিল।